দৈনিক খবর

তারিখ 12 AUG 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

C86

বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের অস্তিত্ব আছে কি ?

।। মাহফুজুর রহমান ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কি আছে? টিকে আছে? এ প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অনেকেরই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানেন না কিংবা জানলেও পরিষ্কার করে বলছেন না এ প্রশ্নের উত্তর। তবে 'সিনেট নেই'— এ ব্যাপারে অনেকেরই রয়েছে অনানুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের গত জুনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা হতে পারেনি। গত ১৮ই জুন সভা শুরুর পূর্ব মুহূর্তে জাতীয় সংসদ মনোনীত ৫ জন সিনেট সদস্যের অধিবেশনে যোগদানকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অপ্রীতিকর ঘটনা এবং ২০শে জুন একজন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধির আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক অধিবেশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারীর কারণে নির্ধারিত এ সিনেট সভা করা যায়নি। কিন্তু গত

২-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের

এটর্নী জেনারেলসহ দেশের কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ও আইনজ্ঞের মতামত নিয়েছেন। তাদের অধিকাংশই এ সিনেটের কার্যকাল গত ২৪শে জুন শেষ হবার পক্ষেই মতামত দিয়েছেন বলে জানা যায়। এটর্নী জেনারেল বলেছেন, ২৪শে জুনের পরে সিনেটের অস্তিত্ব নেই। তবে ঢাকার সাব জজ আদালত কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা আজো প্রত্যাহৃত হয়নি এবং এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আদালতের কারণ দর্শাও নোটিশের যে জবাব দিয়েছেন তারও কোন শুনানি আজ অবধি হয়নি। এ ব্যাপারে উচ্চতর আদালতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যে আবেদন করার কথা ছিল তাও করা হয়নি বলে জানা গেছে।

আরো জানা গেছে যে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের কয়েকটি বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট মনোনীত দু'জন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এতে প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই কি সিনেট না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ব্যাপারে পত্রিকার সাথে কথা বলার এখতিয়ার তার নেই। অতএব তিনি কিছু বলবেন না।

পরে উপাচার্যের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, বিষয়টি এখন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তাই এ মুহূর্তে সিনেট আছে কি, নেই, সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি না।

তবে তিনি বিভিন্ন আইনবিদদের মতামত নিয়েছেন এবং সিন্ডিকেট এ ব্যাপারে আলোচনা করা হবে বলে জানা গেছে।

সিনেট কর্তৃক মনোনীত দু'জন প্রতিনিধিকে সিন্ডিকেটের বৈঠকে সম্প্রতি কেন আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না, এ প্রশ্নের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল শাখার ডেপুটি রেজিস্ট্রার শাহদত হোসেন (আমন্ত্রণ জানানোর দায়িত্ব এ শাখার) বলেন, রেজিস্ট্রার বিষয়টি ভালো বলতে পারবেন। তবে গত ২৪শে জুন সিনেটের কার্যকাল শেষ হয়েছে এ হিসেবেই সিনেট প্রতিনিধিদের সিন্ডিকেট বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ ও নির্বাচন শাখার সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, সিনেট মনোনীত প্রতিনিধিরা সিন্ডিকেট সদস্য না থাকলে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের তা জানাবার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত জানানো হয়নি।

শিক্ষকদের তিন গ্রুপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদে দীর্ঘদিনের দু'টো গ্রুপ এখন তিন গ্রু হয়েছে। বর্তমান উপাচার্যের নেতৃত্বাধী গ্রুপটি এখন দু'ভাগে বিভক্ত হ পড়েছে। এরফলে উপাচার্যের বিরো এখন দু'টো পৃথক শিক্ষক গ্রুপ কা করছে।

উপাচার্য বিরোধী এ দু'টো শিক্ষ গ্রুপের একটির নেতৃত্বে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বর্তমা সভাপতি এম আমিনুল ইসলাম

সাধারণ সম্পাদক মোহসীন উল্লাহ পাটোয়ারী এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি এম আক্তারুজ্জামান, আর অন্য গ্রুপের নেতৃত্বে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদ ও বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ডঃ মনিরুজ্জামান মিয়া।

সম্প্রতি তিন গ্রুপের পৃথক পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের কাফেটারীয়াতে শিক্ষক সমিতির সভাপতির নেতৃত্বাধীন অংশটির এক সাম্প্রতিক সভায় বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ইতিমধ্যেই বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীকে অবৈধভাবে দেয়া আর্থিক সুবিধাকে আইনগত ভিত্তি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান ছেড়ে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় সরকার মঞ্জুরী কমিশনের কাছে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিগগিরই এ আবেদন লিখিতভাবে কমিশনকে জানানো হবে।

সিন্ডিকেটের আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক আনীত বিভিন্ন আর্থিক অনিয়মের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট গত বুধবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক বিশেষ সভায় আলোচনা করে এ আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ডঃ আবদুল্লাহ ফারুকের নেতৃত্বাধীন এ তদন্ত কমিটি গত ৩রা আগস্ট রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সত্য বলে মন্তব্য করা হয়।

শুধুমাত্র এ রিপোর্টের ওপর আলোচনার জন্য বুধবারের সিন্ডিকেট বৈঠকের আলোচনা সম্পর্কে সূত্রটি জানান, রিপোর্টটি পড়ে শোনানোর পর বৈঠকে উপস্থিত প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক কর্মচারীকে আইন লংঘন করে বেতন স্কেল পরিবর্তন ও ভাতা প্রদানের বিষয়টি ঠিক হয়নি বলে মত প্রকাশ করেন।